

হে আব্বাাহ ! আমি হাজির

6-June-2024



২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(for Islamic Brothers)

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাহ ইতিকাহের নিয়্যত করলাম)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাহের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুক দেওয়া পানি পান করাও জাযিয় নেই, তবে ইতিকাহের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষঙ্গিকভাবে জাযিয় হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাহের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

اَرْتَابُكُمْ مَجَالِسُكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ تَنْوِرُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিস সমূহকে আমার উপর দরুদ পাঠ করে সজ্জিত করে নাও, কেননা আমার উপর তোমাদের দরুদ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। (জামে' সগীর, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৫৮০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ النَّبِيُّ الصَّادِقُ

অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ❧ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❧ আদব সহকারে বসবো ❧ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❧ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❧ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

পড়তেই বেহুঁশ হয়ে গেলেন

হযরত আলী আওসাত অর্থাৎ ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ শাহজাদায়ে মুস্তফা, শহীদে কারবালা, ইমামে আলী মকাম, হযরত ইমাম

হোসাইন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর শাহজাদা। অনেক মুতাকী পরহেযগার, তাকওয়াবান এবং খোদাভীতি সম্পন্ন মনীষী ছিলেন।

(খোদাভীতি দুই ধরনের: (১) ঐ খোদাভীতি, যা আমাদের মতো গুনাহগারদের হয়ে থাকে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আযাবের ভয়, আল্লাহ পাকের পাকড়াওয়ার ভয় যে, যেন গুনাহের কারণে আমরা পাকড়াও না হয়ে যাই। (২) পক্ষান্তরে আউলিয়ায়ে কিরাম, আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের যেই ভয় হয়, তা হলো আল্লাহ পাকের গোপন পরিকল্পনার ভয়, আল্লাহ পাকের নৈকট্য থেকে দূর হওয়ার ভয় যে, আল্লাহ পাকের নৈকট্যের যেই নেয়ামত আমাদের নসিব হয়েছে, আল্লাহ না করুন এই নেয়ামত যেনো আমাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেয়া না হয়।)

হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর খোদাভীতি দ্বিতীয় ধরনের ছিলো, একবার তিনি হজ্জের জন্য ইহরাম পরিধান করলেন, তখন ইহরাম পরিধান করতেই তাঁর চেহারা হলদে বর্ণের হয়ে গেলো, খোদাভীতির আধিক্যের কারণে তালবিয়া (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) পাঠ করতে পারছিলেন না। লোকেরা আরয করলো: জনাব! আপনি তালবিয়া (অর্থাৎ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) কেনো পড়ছেন না? বললেন: আমার ভয় হচ্ছে যে, যখন আমি لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ লব্‌বো তখন (যেনো) لَا لَبَّيْكَ বলে দেয়া না হয়, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে এই উত্তর না এসে যায় যে, তোমার হাজির হওয়া কবুল হয়নি। লোকেরা আরয করলো: জনাব! ইহরাম পরিধান করে তালবিয়া (অর্থাৎ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) পাঠ করা জরুরী। এবার ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ শরয়ী হুকুমের উপর আমল করার জন্য পড়তে শুরু করলেন: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ...

এতটুকু পড়তেই খোদাভীতি প্রাধান্য বিস্তার করলো এবং তিনি **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। হজ্জের পুরো সময় তাঁর উপর এই অবস্থাই বিরাজ করছিলো, মীনায়, আরাফাতে, সাফা মারওয়ায় যখনই তিনি **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** পাঠ করতেন, তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন।

(তারিখুল ইসলাম, ৩/১৮২)

ইমাম যায়নুল আবেদীন **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** এর প্রতি আল্লাহর কোটি কোটি রহমত অবতীর্ণ হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। **أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হজ্জে আসার বড়ই মন চায়...!

হে আশিকানে রাসূল! হজ্জের সময় ঘনিযে আসছে, কাফেলা হেরেমের দিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত, যেই সকল সৌভাগ্যবানের নাম এই বছর হাজীদের তালিকায় এসে গেছে, তারা প্রবল আগ্রহ ও ভালবাসার সহিত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রয়েছে, ইহরাম কেনা হচ্ছে, জরুরী মালামাল প্যাকিং করা হচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যেই কাফেলা হেরেমের দিকে যাত্রা শুরু করবে, হায়! আমরা নিঃস্ব, গুনাহগারদেরও যেনো এই সৌভাগ্য অর্জিত হয়, আমরাও যেনো হজ্জ করি, সাফা ও মারওয়ায় সাঈদ করি, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করি, মীনায় কুরবানি করি, হাজরে আসওয়াদে আনন্দচিন্তে চুমু দেয়ার তৌফিক লাভ করি আর হায়! শতকোটি হায়! যেনো আনন্দচিন্তে কাবা শরীফের চারপাশে প্রজাপতির ন্যায় চক্কর লাগানোর (অর্থাৎ তাওয়াফ করার) সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যায়।

হাজী ও আল্লাহর ভালবাসার কার্যত বহিঃপ্রকাশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবার বিষয়! এটি কিরূপ মনোরম দৃশ্য যে, আল্লাহ পাকের বান্দা, যাকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, যাকে আল্লাহ পাক নিঃশ্বাস দান করেছেন, জীবন দান করেছেন, শক্তি দান করেছেন, সেই বান্দা ইহরাম পরিধান করে আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর আমল করে মক্কায় পৌঁছে, **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির) 'র স্লোগান দেয় এবং কার্যতভাবে এটা স্বীকার করে যে, হে আল্লাহ! আমি তোমারই বান্দা, তুমিই আমার প্রতিপালক, হে আল্লাহ পাক! আমি তোমার পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়েছি, হে পরম করুণাময় ও দয়ালু প্রতিপালক! তুমি আমাকে কাবার চারপাশে তাওয়াফ করার আদেশ দিয়েছো, আমি তাওয়াফ করতে উপস্থিত হয়েছি, হে দয়ালু আল্লাহ! তুমি আমাকে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার আদেশ দিয়েছো, আমি আমার বাড়ি-ঘর ছেড়ে, অনেক দূর থেকে সফর করে, তীব্র গরম ও প্রচণ্ড রোদের তোয়াক্কা না করে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হয়ে গেছি।

মোটকথা এটা কতইনা মনোরম ও প্রেমময় ধরন, এতে আল্লাহ পাকের ভালবাসার কিরূপ ঝলক পাওয়া যায় যে, বান্দা তার প্রতিপালকের দরবারে আরয করছে: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির)।

তালবিয়ার ফযীলত সম্বলিত ৩টি হাদীসে মুবারাকা

(১) আমাদের আকুা ও মাওলা, মক্কী মাদানী মুস্তফা **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ** ইরশাদ করেন: **مَا مِنْ مُلْكٍ يُكْتَبُ إِلَّا لَبَّيْ مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى** (লَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ অর্থাৎ যখন তালবিয়া (অর্থাৎ **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** **تَقْطَعُ الْأَرْضَ هَاهُنَا وَهَاهُنَا**

পাঠকারী তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার সাথে তার ডান ও বামে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যত বৃক্ষ রয়েছে, যত পাথর রয়েছে, তা সবই তালবিয়া পাঠ করে থাকে। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৬০১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৬৩৪) (২) অপর এক হাদীস শরীফে রয়েছে: রাসূলে আকরাম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে এই অবস্থায় সকাল করলো যে, সে ইহরাম পরিধান অবস্থায় ছিলো, তালবিয়া পাঠ করছিলো (এবং সারাদিন এই অবস্থায় ছিলো) এমনকি সূর্যাস্ত হয়ে গেলো, তবে এই যে সূর্য অস্ত গেলো, তা তার গুনাহকে সাথে নিয়ে অস্ত গেলো, এখন এই বান্দা এমন হয়ে যাবে যে, যেমন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলো। (জামে' সগীর, ৫১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৪৬১) (৩) রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: ৩টি আওয়াজ এমন, যা নিয়ে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন: (১) আযানের আওয়াজ (২) আল্লাহর পথে তাকবীর (অর্থ্যাৎ **الله أكبر**) বলার আওয়াজ এবং (৩) তালবিয়া পাঠ করার উচ্চ আওয়াজ। (জামে' সগীর, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৪৯২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد

হাশরের ময়দানে **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** এর ধুমধাম

হযরত ওয়াহব বিন মুনাঈহ **رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ** বলেন: তাওরাত শরীফে (যা একটি আসমানি কিতাব, হযরত মূসা **عَلَيْهِ السَّلَام** এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এই কিতাবে) লেখা রয়েছে: আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাঁর ৭ লক্ষ নৈকট্যশীল ফেরেশতাকে স্বর্ণের শিকল দান করবেন এবং আদেশ দিবেন যে, এই শিকল দ্বারা কাবা শরীফকে হাশরের ময়দানে নিয়ে এসো! ফেরেশতারা যাবে, এই স্বর্ণের শিকল দ্বারা কাবা শরীফকে বাঁধবে, অতঃপর একজন ফেরেশতা আহ্বান করে বলবে: হে কাবা! চলো...!!

কাবা শরীফ বলবে: আমি যাবো না, যতক্ষণ আমার প্রার্থনা পূরণ করা হবে না। আসমান থেকে একজন ফেরেশতা আহ্বান করে বলবে: হে কাবা! প্রার্থনা করো তোমার প্রার্থনা পূরণ করা হবে। এবার কাবা শরীফ আল্লাহ পাকের দরবারে আরম্ভ করবে: হে আল্লাহ পাক! আমার আশেপাশে দাফন হওয়া মুমিনের হকে আমার শাফায়াত কবুল করো। আওয়াজ আসবে: আমি তোমার আবেদন কবুল করে নিলাম (অর্থাৎ তোমার আশেপাশে যে সকল মুমিন সমাহিত রয়েছে, তাদের সবার হকে আমি তোমার শাফায়াত কবুল করে নিলাম) অতএব যে সকল মুসলমানের মক্কায় মুকাররমায় দাফন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, তাদের জড়ো করা হবে, তাদের চেহারা সাদা উজ্জল হবে, তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় কাবার চারপাশে জড়ো হয়ে যাবে এবং তাদের সকলের মুখে একটিই কলেমা হবে: **بَيْتِي اللَّهُمَّ بَيْتِي** (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির)

এবার ফেরেশতারা কাবা শরীফকে বলবে: হে কাবা! এবার চলো...! এখন তো তোমার প্রার্থনা পূরণ হয়েছে। কাবা শরীফ বলবে: আমি যাবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আবেদন কবুল করা হবে না। আসমান থেকে এক ফেরেশতা আহ্বান করে বলবে: হে কাবা! তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। কাবা শরীফ বলবে: “হে আল্লাহ! তোমার যেসব গুনাহগার বান্দারা দূর দূরান্ত থেকে ধুলোমলিন অবস্থায় আমার কাছে এসেছে, তারা তাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদের ছেড়ে এসেছে এবং তারা তোমার আদেশ পালনে আমার যিয়ারতের আগ্রহে এসেছে, হে দয়ালু আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ফরিয়াদ করছি যে, এই সকল হাজীদের হকেও আমার সুপারিশ কবুল করো, তাদেরকে কিয়ামতের আতঙ্ক থেকে নিরাপত্তা দান করো আর তাদেরকে আমার নিকট জড়ো করে

দাও। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: হে কাবা! আমি তাদের পক্ষেও তোমার সুপারিশ কবুল করে নিলাম। এবার ফেরেশতা ঘোষণা করবে: যারা কাবার যিয়ারত করেছিলে, তারা অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। একথা শুনে হাশরবাসীদের মধ্যে যারা কাবার যিয়ারত দ্বারা ধন্য হয়েছিলো, যারা হজ্জ বা ওমরা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলো, তারা সবাই আলাদা হয়ে কাবার পাশে জড়ো হয়ে যাবে, তাদের চেহারা হবে সাদা এবং জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হয়ে কাবা শরীফের তাওয়াফ করতে থাকবে, তাদের মুখেও একই কালেমা **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির)। অতঃপর ফেরেশতা ডাক দিবে: হে কাবা! এবার তো তোমার আবেদন পূরণ হয়ে গেলো, এখন তো চলো...! এবার কাবা শরীফও তালবিয়া পাঠ করবে (অর্থাৎ কাবা শরীফও বলবে: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির)), অতঃপর কাবা শরীফকে এরূপ শান সহকারে হাশরে আনা হবে যে, দুনিয়ায় কাবার যিয়ারতকারীরা এর চারপাশে তাওয়াফ করতে থাকবে আর তাদের সকলের মুখে এই কালেমা হবে। **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির)।

(আর রাওদুল ফয়িক, ৪৮ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! ভাবুন! **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** পাঠ করার কিরূপ বরকত, হাশরের ময়দান...! ৫০ হাজার বছরের দিন, তামার উত্তপ্ত জমিন, সোয়া মাইল দূরত্বে থেকে আগুন বর্ষণকারী সূর্য, জাহান্নাম সামনে, জান্নাত সামনে, পুলসিরাত লাগিয়ে দেয়া হবে, কাহহারের সম্মুখিন হতে হবে, আমল ওজন করা হবে, সেই পরিস্থিতিতে কাবা শরীফের যিয়ারতকারী, খানায়ে কাবার তাওয়াফের সৌভাগ্য অর্জনকারী, **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** স্লোগান প্রদানকারী, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে এরূপ মর্যাদার সাথে

আসবে যে, কাবা শরীফ তাদের সাথে থাকবে, এই সৌভাগ্যবানরা কাবার তাওয়াফে ব্যস্ত থাকবে এবং আনন্দচিহ্নে **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** স্লোগান দিতে থাকবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরও কাবা শরীফের যিয়ারত করার তৌফিক দান করুন, আমাদেরও হজ্জ করার সৌভাগ্য নসীব করুন, ওমরা করা, সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা, মীনা ও আরাফাতে অবস্থান করার তৌফিক নসিব করুন, হায়! আমরাও যেনো আনন্দচিহ্নে **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** স্লোগান লাগাই, আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক নসিব করুন।

أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّيْ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রত্যেক নামাযের পূর্বে **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ পড়তেন...!**

হে আশিকানে রাসূল! সাধারণত তালবিয়া (অর্থাৎ **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ**) ইহরাম পরিধান করেই পাঠ করা হয়, কিন্তু যদি আমরা এর অর্থের প্রতি ভাবি তবে এই ভিত্তিতে একজন মুসলমানের জীবনের একটি মুহূর্তও এমন নেই, যা তা থেকে পৃথক হয়ে অতিবাহিত করতে পারে, মুসলমানের অর্থই এটা: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর আদেশের প্রতি মাথা নতকারী, অতএব মুসলমানের জীবনের এক একটি মুহূর্ত এই ভাবনায়, এই বিশ্বাসের সহিত এবং এই আগ্রহ ও প্রেরণার সহিত অতিবাহিত করা উচিত যে, তার মন থেকে, তার মস্তিষ্ক থেকে, তার মুখ থেকে, তার সম্পূর্ণ শরীর থেকে, তার এক একটি কর্ম থেকে, তার এক একটি চিন্তা থেকে, এক একটি ধারণা থেকে এই আওয়াজ সৃষ্টি হোক: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** (আমি

হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির)। আমাদের আকা ও মাওলা, মক্কী মাদানী মুস্তফা ﷺ এর মুবারক পদ্ধতি ছিলো, রাতে যখন নামায পড়তেন (অর্থাৎ রাতে নফল আদায় করতেন) তখন নামায শুরু করার পূর্বে বলতেন **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির) এবং কিছু বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক নামাযের পূর্বে তিনি ﷺ পাঠ করতেন: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির)।

(শরহে হাদীসে **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ**, ২৫ পৃষ্ঠা)

প্রতিদিন সকালে **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** বলো...!

হযরত যায়িদ বিন সাবিত **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**। রাসূলে পাক ﷺ তাঁকে একবার দোয়া শিখালেন এবং এই নির্দেশ দিলেন যে, নিজেও এবং নিজের পরিবার পরিজনকেও নিয়মিত প্রতিদিন এই দোয়া পড়াবে, সেই দোয়াটি কি? ইরশাদ করলেন: **فُنْ حِينَ تُضْبِحُ** অর্থাৎ হে যায়িদ! সকাল বেলা এরূপ বলো! **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ** অর্থাৎ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, তোমার নিকট সৌভাগ্য প্রার্থনা করছি, সকল কল্যাণ তোমারই কুদরতী হাতে রয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, ৯/২৬, হাদীস ২২২৯০)

দেখুন! প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী ﷺ প্রতিদিন **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করেছেন।

জানা গেলো; **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** পাঠ করা শুধু হজ্জ ও ওমরার সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং মানুষের উচিত যে, প্রতিদিন আল্লাহর ভালবাসায় নিবেদিত হয়ে আপন রহমান ও রহীম প্রতিপালকের দরবারে আরয করা: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

এর অর্থ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

হযরত আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এই যে বাক্য: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ এতে لَبَّيْكَ শব্দটি দুইবার এসেছে এবং আরবী নিয়ম হলো যে, যখন কোন শব্দকে বারবার আনা হয়, অর্থাৎ একটি শব্দকে পুনরাবৃত্তি করা হয়, তবে এতে পুনরাবৃত্তির অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়, উদ্দেশ্য হলো যে, যখন বান্দা বলে: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ তবে এর অর্থ শুধু এটা নয় যে, হে আল্লাহ! আমি একবার হাজির হয়েছি বা শুধু আজ হাজির হয়েছি বরং এর অর্থ হলো: হে আল্লাহ পাক! যখনই তোমার হুকুম হয়েছে, তখনই হাজির হয়েছি, সর্বদা হাজির আছি, কোন সময়ই আমি তোমার আদেশ থেকে পেছনে সরবো না। (শরহে হাদীসে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, ২৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে রজব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: প্রিয় নবী, হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শিক্ষা অনুযায়ী যখন বান্দা প্রতিদিন সকাল বেলা এটা বলবে: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির) তখন এর অর্থ হবে: হে আল্লাহ পাক! আমি সকাল এই অবস্থায় করেছি যে, আমি তোমার দাওয়াত কবুলকারী, তুমি যেই বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছো আমি তার উপর আমলকারী, তুমি যেই বিষয়ে আমাকে নিষেধ করেছো আমি তা থেকে বিরত থেকেছি, আমি তোমার আনুগত্যে অটল রয়েছি, তোমার নির্দেশের দিকে দ্রুতকারী। ব্যস যখন বান্দা নিজের মুখে এরূপ বলবে, তখন তার উপর আবশ্যিক যে, নিজের আমলে সেই অনুযায়ী চলা, যাতে তার মুখ এবং তার আচরণ একই হয়ে যায়।

(শরহে হাদীসে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, ২৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের আহকাম এবং মুমিন বান্দার প্রতিক্রিয়া

হে আশিকানে রাসূল! এবার ভাবুন..! রাসূলে পাক ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রতিদিন বান্দা তার প্রতিপালকের দরবারে আগ্রহ সহকারে স্বীকার করবে: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির), আমরা ভাবি! আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোন কোন বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

أَقِمْو الصَّلَاةَ

(পারা ১, সূরা বাক্বার, আয়াত ৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

নামায কয়েম রাখো।

এবার আমরা কি বলবো? **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

آتُوا الزَّكَاةَ

(পারা ১, সূরা বাক্বার, আয়াত ৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

যাকাত দাও

এবার আমরা কি বলবো? **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

(পারা ২, সূরা বাক্বার, আয়াত ১৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের

উপর রোযা ফরয করা হয়েছে।

এবার আমরা কি বলবো? **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

(পারা ২, সূরা বাক্বার, আয়াত ২০৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো।

বান্দা কি বলবে? اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لِّيْ اَمِي هَاجِيْر, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

(পারা ৩, সূরা বাক্বার, আয়াত ২৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আল্লাহর পথে আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে ব্যয় করো।

বান্দা কি বলবে? اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لِّيْ اَمِي هَاجِيْر, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আল্লাহকে ভয় করো যেমনিভাবে তাঁকে ভয় করা অপরিহার্য।

বান্দা কি বলবে? اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لِّيْ اَمِي هَاجِيْر, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুদ

খেয়ো না।

বান্দা কি বলবে? اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لِّيْ اَمِي هَاجِيْر, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ

কাফিরদের মতো হয়োনা।

বান্দা কি বলবে? لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِأَبْطَالٍ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অণ্যায়ভাবে গ্রাস করোনা।

অর্থাৎ ঘুষ খেয়োনা, সুদ খেয়োনা, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস করোনা, বান্দা কি বলবে? لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রাসূলের।

বান্দা কি বলবে? لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

(পারা ৬, সূরা মায়দা, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: স্বীয়

অঙ্গীকার পূরণ করো।

বান্দা কি বলবে? لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো।

বান্দা কি বলবে? لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৭০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং

সরল কথা বলো।

বান্দা কি বলবে? لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বাড়বেনা।

বান্দা কি বলবে? لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

(পারা ২৯, সূরা মুযাযিল, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং

সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করে থাকুন।

বান্দা কি বলবে? لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।

মোটকথা...! আল্লাহ করীম তাঁর বান্দাদেরকে যত বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন, যত বিষয়ে নিষেধ করেছেন, বান্দা প্রতিদিন সকাল বেলা উঠে, তা প্রকাশ করবে, তা স্বীকার করবে আর বলবে: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমার যত আহকাম রয়েছে, আমি সবগুলো অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছি, তুমি যত বিষয়ে আমাকে নিষেধ করেছো তা সবগুলো মেনে নিয়েছি।

আল্লাহ পাক! আমাদেরকে মুস্তফার শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিদিন সকালে এই দোয়া পাঠ করা এবং সঠিক অর্থে এর চাহিদার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

কার্যতভাবে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করার বরকত

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক হলেন আমাদের প্রতিপালক
 ★ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন ★ জীবন দান করেছেন ★ আমরা দেখি তো তাঁরই প্রদানকৃত চোখ দ্বারাই দেখি ★ শুনি তো তাঁরই প্রদানকৃত কান দ্বারাই শুনি ★ ধরি তো তাঁরই প্রদানকৃত হাত দ্বারাই ধরি ★ তিনিই নিশ্বাসের নেয়ামত দান করেছেন ★ তিনিই চলাফেরার ক্ষমতা প্রদান করেছেন ★ তিনিই আমাদের জন্য জমিনের মেঝে বিছিয়েছেন ★ তিনিই আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন ★ আমাদের পরম করুণাময় ও দয়ালু প্রতিপালকই, যিনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে, বীজ থেকে বৃক্ষে পরিণত করেন এবং আমাদের ফল দান করেন ★ তিনিই আমাদের হাজারো, লাখো, কোটি বরং এতো নেয়ামত দান করেছেন যে, আমরা গননা করতে চাইলেও করতে পারবো না।

অনুমান করুন! যেই দয়ালু প্রতিপালক না চাইতে আমাদেরকে এতো কিছু দান করেছেন, যখন আমরা এই করুণাময় প্রতিপালকের আহকামের সামনে মাথা নত করবো তখন সেই দয়ালু প্রতিপালক আমাদের উপর আরো কিরূপ দয়া করবেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শাসন ছেড়ে দিলেন

হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ছিলেন প্রসিদ্ধ ওলীযুল্লাহ, তাওবা করার পূর্বে তিনি ধনীর দুলাল ছিলেন, কিছু কিছু বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বলখের শাহজাদা ছিলেন, একবার তিনি প্রাসাদের নিকটেই কোথাও বসে ছিলেন। এক ব্যক্তি এলো, সে প্রাসাদের ভেতর প্রবেশ করতে চাইলো। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: কোথায় যেতে চাও? কোন কাজে এসেছো? বলতে লাগলো: আমি মুসাফির খানায় এসেছি, রাত কাটাতে চাই। তাকে বলা হলো: এটা তো মুসাফির খানা নয়, এটা তো শাহজাদার প্রাসাদ। ঐ ব্যক্তি বললো: আচ্ছা, বলতো এটা কার প্রাসাদ? বলা হলো: ইব্রাহিম বিন আদহামের। জিজ্ঞেস করলো: ইব্রাহিম বিন আদহামের পূর্বে এখানে কে ছিলো? বলা হলো: তাঁর পিতা। তার পূর্বে কে ছিলো? তার পিতা। তার পূর্বে কে ছিলো? তার পিতা। তখন সে বললো: মুসাফির খানা একেই তো বলা হয় যে, একজন আসবে একজন চলে যাবে। হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সমস্ত কথা শুনছিলেন, এই কথাটি তাঁর অন্তরে প্রভাব বিস্তার করলো, তিনি সেই লোকটির পেছনে পেছনে চলে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: ভাই তুমি কে? সেই লোকটি উত্তর দিলো: আমি হলাম খিযর এবং তোমাকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করতে এসেছি (অর্থাৎ তুমি এই কাজের জন্য জন্মাওনি, শাহজাদা হয়ে আরাম আয়েশে, আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায়, আল্লাহ পাক থেকে দূরে অবস্থান করে জীবন অতিবাহিত করার

জন্য জন্মাওনি, যেই কাজের জন্য জন্মেছো, আমি তোমাকে সেই কাজে লাগাতে এসেছি) হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করলেন: ঠিক আছে, আপনি যেই পথে বলবেন আমি সেই পথেই চলবো কিন্তু আমার কিছু দুনিয়াবী কাজ আছে, আমি শাহজাদা, ব্যস্ততা রয়েছে, অনেক কাজ রয়েছে, আমি সেই কাজগুলো সেরে আসি, হযরত খিযর عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: না, যেই কাজ আমি তোমাকে বলছি, এর চেয়ে দ্রুততম কাজ আর নেই, অবশিষ্ট সবকাজ এরপর করো।

যতক্ষণে তুমি দুনিয়ার কাজ শেষ করবে, ততক্ষণে অনেক দেবী হয়ে যাবে, অতএব এখনই এখান থেকেই চলো, সুতরাং হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত খিযর عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে যেতে লাগলেন, জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন, পথে একজন রাখালের সাথে সাক্ষাত হলো, তিনি যে শাহী পোষাক পরে ছিলেন, তা খুলে রাখালকে দিয়ে দিলেন এবং তার পোষাক যা ফাটা পুরোনো ছিলো তা নিজে পরিধান করে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। (সাবয়ে সানাবিল, ২২১-২২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই সময় ছিলো যখন হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কার্যতভাবে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْ বলেছিলেন, অর্থাৎ যেই কাজের জন্য মানুষ দুনিয়ায় এসেছে, প্রতিপালকের ইবাদত করা, নেকী অর্জন করা, আখিরাতের চিন্তা করা, আখিরাতের জন্য নেকীর ভান্ডার জমা করা, হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন, এবার দেখুন...! হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কার্যতভাবে আপন প্রতিপালকের দরবারে স্বীকার করলেন: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْ তিনি এটি মুখে বলেননি, বরং নিজের আমল দ্বারা এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন, ফলে কি পেয়েছিলেন?

মাছেরা সোনার সুঁই নিয়ে উপস্থিত হলো

হযরত শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদিন হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দাজলা নদীর পাড়ে বসে তাঁর পোষাকে তালি দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি পাশ দিয়ে গেলো, সে হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আগে থেকেই চিনতো, সে জানতো যে, ইনি পূর্বে শাহজাদা ছিলেন, অতঃপর তিনি বাদশাহি ছেড়ে দিলেন এবং আল্লাহর পথে বের হয়ে গেলেন, সেই লোকটি হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দাজলা নদীর পাড়ে বসে নিজের পোষাকে তালি লাগাতে দেখে বললো: হে ইব্রাহিম! বাদশাহি ছেড়ে তুমি কি পেয়েছো? একটি পোষাক আর তাও ফাটা পুরোনো এবং তাও নিজের হাতে তালি লাগাচ্ছে, আগে শাহী পোষাক থাকতো, আশেপাশে অসংখ্য খাদিম থাকতো, তা ছেড়ে দিয়ে কি পেয়েছো? হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন একথা শুনলেন তখন নিজে সুঁই নদীতে ফেলে দিলেন অতঃপর বললেন: হে মাছেরা! আমার সুঁইটি ফিরিয়ে দাও, একথা শুনার সাথে সাথেই মাছেরা নিজেদের মুখে করে সোনার সুঁই নিয়ে পানির উপরিভাগে এসে গেলো, হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: এটা নয়, আমার সুঁইটিই চাই। তখন একটি মাছ তার মুখে করে হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সুঁইটি নিয়ে উপস্থিত হলো, তিনি তার থেকে নিজের সুঁইটি নিলেন এবং সেই লোকটিকে বললেন: হে ব্যক্তি! আমি বাদশাহি ছেড়ে এটাই পেয়েছি। (ভাষিকিরাতুল আউলিয়া, ইব্রাহিম বিন আদহাম, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

আল্লাহর রহমত রিমঝিম বর্ষিত হয়

হে আশিকানে রাসূল! এটা বাস্তব, যখন বান্দা সত্যিকারার্থে কার্যতভাবে এটা বলে দেয়: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** অতঃপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের হয়ে যায়, যখন বান্দা স্বীকার করে নেয় আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির, শুধুমাত্র এই কাজেই ব্যস্ত থাকে যা আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টিমূলক হয়, যেই কাজ আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে, জান্নাতের পথে চলে, জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে বিরত থাকে তবে দয়ালু আল্লাহ পাক তাকে অধিকহারে দান করেন, বুখারী শরীফে একটি হাদীসে কুদসী রয়েছে: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: **إِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِ تَقَرُّبِكَ إِلَيَّ ذِرَاعًا** অর্থাৎ যদি বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তবে আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই, **وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا** আর এক বান্দা যদি আমার দিকে এক গজ অগ্রসর হয় তবে আমি তার দিকে এক মাইল অগ্রসর হই, **وَإِنْ أَتَانِي يَنْشِي أَتَيْتُهُ هَوْلَةً** আর যদি বান্দা আমার দিকে হেঁটে আসে তবে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।

(বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ১৭৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৪০৫)

উদ্দেশ্য হলো যে, যখন বান্দা আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টিমূলক কাজের দিকে সামান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে আল্লাহ পাকের রহমত অধিক পরিমাণে অগ্রসর হয় * যখন বান্দা বিঘত পরিমাণ আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টিমূলক কাজের দিকে অগ্রসর হয় তখন আল্লাহ পাকের রহমত এক গজ পরিমাণ তার দিকে অগ্রসর হয় * যখন বান্দা আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টিমূলক কাজে এক গজ পরিমাণ অগ্রসর হয় তবে আল্লাহ পাকের রহমত এক মাইল পরিমাণ (অর্থাৎ তার চেয়েও বেশিগুণ তার দিকে অগ্রসর হয়) * যখন বান্দা ধীরে ধীরে আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টিমূলক কাজের দিকে অগ্রসর হয়

তখন তাঁর রহমত যেনো দৌড়ে সেই বান্দার দিকে এগিয়ে আসে। একটু অনুমান করুন যে, এটা কিরূপ সৌভাগ্যের বিষয়...! আমরা আল্লাহ পাকের সম্ভ্রষ্টমূলক কাজের দিকে অগ্রসর তো হই, অতঃপর দেখুন! আল্লাহ পাকের রহমত আমাদের উপর কিভাবে বর্ষিত হয়।

আল্লাহ পাক! তাঁর বান্দাদের ইরশাদ করেন

হযরত আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেন যে, আল্লাহ পাক প্রতিদিন তাঁর বান্দাদেরকে আহ্বান করেন, এটা হলো শিক্ষণীয় আহ্বান, তা অন্তরের কান দিয়ে শুনুন এবং নিজের অন্তরে গেঁথে নিন যে, আল্লাহ পাক প্রতিদিন তাঁর বান্দাদেরকে আহ্বান করে বলেন: **إِبْنُ آدَمَ! مَا أَنْصَفْتَنِي** হে আদম সন্তান! তুমি আমার সাথে ন্যায় বিচার করেনি, **أَذْكُرُكَ وَتَنْسَى** আমি তোমাকে স্মরণ করি, তুমি আমাকে ভুলে যাও, **وَأَدْعُوكَ إِلَيَّ وَتَذْهَبُ إِلَى غَيْرِي** আমি তোমাকে নিজের দিকে আহ্বান করি, তুমি অন্যদের দিকে যাও, **وَأَذْهَبَ عَنْكَ الْبَلَاءُ وَأَنْتَ مُعْتَكِفٌ عَلَى الْخَطَايَا** আমি তোমার থেকে বিপদ দূর করি আর তুমি গুনাহে লিপ্ত থাকো, হে আদম সন্তান! **مَا اغْتِذَارَكَ غَدًا إِذَا جِئْتَنِي** (যখন তোমার এই অবস্থা যে, আমি তোমার থেকে বিপদ দূর করি, তুমি গুনাহে লিপ্ত থাকো, আমি তোমাকে স্মরণ করি তুমি আমাকে ভুলে যাও, আমি তোমাকে আহ্বান করি, তুমি অন্যদের দিকে যাও,) তবে কাল কিয়ামতের দিন যখন আমার দরবারে আসবে তখন তোমাদের নিকট কি অজুহাত থাকবে। (শরহে হাদীস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, ২৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা কিরূপ শিক্ষণীয় আহ্বান। হায়! আমরা যেনো তা অনুধাবন করি এবং কার্যতভাবে আপন প্রতিপালকের দরবারে উপস্থিত হয়ে যাই, আমাদের আকু ও মাওলা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যেই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, সেই দোয়াটি পাঠ

করার মানসিকতা বানাই, প্রতিদিনকার অভ্যাস বানিয়ে নিই, সকালে যখন উঠি তখন আগ্রহ সহকারে এই দোয়া পাঠ করে নিই: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ** وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। সৌভাগ্য তোমারই পক্ষ থেকে, আমি তোমার নিকট সৌভাগ্য প্রার্থনা করছি, সকল কল্যাণ তোমার কুদরতের হাতেই নিহিত। মুখে এই দোয়া পাঠ করুন এবং পাশাপাশি এর উপর আমলেরও নিয়্যত করুন, কার্যতভাবে আমরা এটা প্রকাশ করি যে, হে আল্লাহ! আমি হাজির, তুমি যেই নির্দেশ ইরশাদ করেছো, আমি তা অবনত মস্তকে স্বীকার করছি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক নসিব করুন।

أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

নেক আমল নাম্বার ৪৩ এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় ধর্ম আমাদেরকে অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতারও শিক্ষা দিয়ে থাকে, অতএব আমাদেরও উচিত যে, পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা এবং নিজের পোষাক, শরীর, পাগড়ী, চাদর, জুতা, ঘর, গলি মহল্লা এবং বাজার ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা, বিশেষকরে মসজিদের সম্মানের নিয়্যতে আসার পূর্বে গোসল বা ভালভাবে অযু করে, উত্তম সুগন্ধি লাগিয়ে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করে আসলে তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ইবাদতে বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। নিজের দ্বীনি এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অগ্রগামী হয়ে

অংশগ্রহণ করুন। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** আমাদেরকে যেই ৭২টি নেক আমল প্রদান করেছেন, তার মধ্যে একটি ৪৩ নাম্বার নেক আমল হলো: আপনি কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত থেকে পরিপাটি থেকেছেন? (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা: অর্থাৎ শরীর ও পোষাক, ঘর ও যেখানে কাজ করেন সেই জায়গা এবং সেখানকার আসবাবপত্র পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। পরিপাটি: অর্থাৎ সময়ানুবর্তিতা, ঘর ও নিজের বা অন্য কারো গাড়িতে বসার সময় বিনা কারণে জোরে দরজা বন্ধ না করা, নিজের ঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস বা কারো কাছ থেকে যে জিনিস অনুমতি হওয়া অবস্থায় নিয়েছিলো অতঃপর সেই জায়গায় রেখে দেয়া ইত্যাদি।)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

মাদানী কাফেলা বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যতই সময় অতিবাহিত হচ্ছে মুসলমানের আমলের অবস্থা অধঃপতিত হচ্ছে, নামাযের উৎসাহ কমে যাচ্ছে, গুনাহের অনিষ্টতা ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং এই গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাব ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে আমাদের প্রজন্মের ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। এমন করুণ পরিস্থিতিতে জরুরী ছিলো যে, মাহবুবের উম্মতের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকেরা গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে এবং দেশে দেশে সফর করে মানুষদের সংশোধন করবে, এই উদ্দেশ্যেই দাওয়াতে ইসলামীর অধিনে একটি বিভাগ “মাদানী কাফেলা” নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** মাদানী কাফেলা বিভাগ সারা পৃথিবীতে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য একটি সিস্টেম বানিয়েছে, যার মাধ্যমে হাজারো ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলার মুসাফির হচ্ছে, যার বদৌলতে অমুসলিমদের ইসলামের নেয়ামত অর্জিত হচ্ছে, গুনাহগারদের

সংশোধন হচ্ছে, মসজিদ পরিপূর্ণ হচ্ছে এবং সমাজে নেককার হওয়া ও বানানোর উপায়ের উপর আমল শুরু হয়ে যাচ্ছে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

আংটি পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ** এর পুস্তিকা “১৬৩ মাদানী ফুল” থেকে আংটির কয়েকটি সুন্নাত ও আদব শ্রবন করি। ❀ পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। আল্লাহ পাকের রহমত হয়ে আগত নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** স্বর্ণের আংটি পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, ৪/৬৭, হাদীস ৫৮৬৩) ❀ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার পড়ানো হারাম এবং যে ব্যক্তি পড়াবে সে গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৪২৮। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৮) ❀ লোহার আংটি জাহান্নামীদেরই অলংকার। (তিরমিযী, ৩/৩০৫, হাদীস ১৭৯২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(ঘোষণা)

আংটি পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব শেখা শেখানোর হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানতে শেখা শেখানোর হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদ্‌না আনাস **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুটুল বনী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِى عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَ وَاَمْرٍ مُّلكِ
الله

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুটুল বনী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস: ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মুজামুয শাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَرَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّيَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ